কার লাভ? কীসের বিনিময়ে

দিনাজপুরে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন।। এলাকাবাসী আতঙ্কে, তাদের কী হবে?

[বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জেলা দিনাজপুরে চলছে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের জোর প্রস্তুতি। বিদেশী কোম্পানি এশিয়া এনার্জির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের। কোম্পানি বলছে বাংলাদেশের কোন ঝুঁকি নেই; নেই কোন বিনিয়োগ চিন্তা। তার কেবলই লাভ। কিন্তু তারপরেও অনেক প্রশ্ন। কীসের বিনিময়ে পাব আমরা মোটা মুনাফা? কে হবে বেশি লাভবান? কার হবে ক্ষতি? ***ফিলিপ গাইনের*** দুই কিস্তির প্রতিবেদন।]

[Phillip Gyen, Society for Environment and Human Development, Bangladesh

This article was published in Daily Sangbad on May 3, and May 4, 2006]

জার্মানির কোলনে উন্মুক্ত কয়লাখনি (বাঁয়ে), ‘ফুলবাড়ী কয়লাখনি চাই না’ ফুলবাড়ীতে প্রতিবাদের এ ভাষা করো নজর এড়ায় না -ছবি ঃ ফিলিপ গাইন

বড় বুকচি, ছোট বুকচি। দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী থানার দুটো সান্তাল গ্রাম। পাশাপাশি। বরেন্দ্রভূমির এ গ্রাম দুটোর পুবদিকে বনভূমিতে আকাশিয়া-মিনজুরির কৃত্রিম বনায়ন। দূর থেকে দেখতে অনেকটা দ্বীপের মতো। উঁচু একফালি জমির ওপর লাগানো বাগানের জায়গায় এক সময় ছিল শালবন। গ্রামের উত্তরে ও পুবে উঁচু-নিচু জমি। নিচু জমিতে সান্তাল নারী-পুরুষরা ধানের চারা লাগাচ্ছে। উঁচু জমিতে আবাদ হয়েছে গম, সরিষা ও অন্যান্য রবিশস্য। খাজকাটা জমির ভাঁজে ভাঁজে সবুজের সমারোহ। দিগন্ত রেখা জুড়ে একসারি ইউক্যালিপটাস। সান্তাল গ্রাম দুটোর ভেতর আরও চমৎকার দেখতে। বিশাল বিশাল মাটির ঘর। অধিকাংশ ঘরে কোন জানালা নেই। পরিচ্ছন্ন দুটো গ্রাম যে দীর্ঘদিনের পুরনো তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুটো গ্রামই পড়েছে ফুলবাড়ী কয়লাখনি এলাকায়। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলনের জন্য কয়লাখনির কাজ শুরু হলে কালক্রমে সান্তাল গ্রাম দুটোর আর নাম-নিশানা থাকবে না। হারিয়ে যাবে কয়লাখনির গভীরে। এ

কথা গ্রামবাসী আজ জেনে গেছে। কয়েক বছর ধরেই এলাকাব্যাপী চলেছে কয়লা-তল্লাশি। দেশী-বিদেশী সাহেবরা এসেছেন, এসেছে কতো না যন্ত্রপাতি! অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ড্রিল করে মাটির গভীর থেকে বের করে এনেছে কয়লা। গ্রামবাসী কৌতূহলি দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে সেসব। তাদের বলা হয়েছে কয়লার খনি হবে এখানে। সবাই ভেবেছে খনি হবে সে তো বেশ। এলাকাবাসীর উপকার হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়বে দেশের। কিছুদিন হলো তারা জানতে পেরেছেন, কয়লাখনি হবে এমন এক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে আগে যা কেউ দেখেনি। অর্থাৎ ওপর থেকে সব মাটি সরিয়ে ফেলে কয়লা তোলা হবে। এর মানে পুরো এলাকা তলিয়ে যাবে মাটির নিচে। তাদের সোনার ফসলে ভরা মাট-ঘাট হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। একথা জানার পর বড় বুকচি ও ছোট বুকচি গ্রামের সান্তালরা ফুঁসছে। ফুঁসছে আরও বহু গ্রাম।

বড় বুকচি গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই সাক্ষাৎ মেলে মাঝ বয়সী এক সান্তালের। কয়লাখনির ব্যাপারে মানুষের দুঃখ আর ক্ষোভের কথা আগেই জেনে গেছি। সরাসরি কয়লার কথা না বলে আমরা তার সঙ্গে কথা বলি গ্রামে পুবপাশের 'সামাজিক বনায়ন' নিয়ে। তাকে আমাদের সঙ্গে আসতে অনুরোধ করি। তিনি আমাদের এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থে তৈরি করা 'সামাজিক বনায়নে' তার অংশীদারিত্বের প্লট পর্যন্ত আসেন। প্রায় পনেরো বছর আগে লাগানো এ প্লটটি এবারই কাটা হবে বলে জানান তিনি।

বাগানের উত্তর-পশ্চিম সীমানা থেকে বিস্তীর্ণ চাষের জমি। উঁচু-নিচু। বরেন্দ্র এলাকার চিরায়ত দৃশ্য। পড়ন্ত বিকেলে লালমাটির দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে সোনালি আভা আমাদের মন কাড়ে। জমির আলধরে আমরা হাঁটি। দেখা পাই কিছু সান্তাল নর-নারীর। তারা নীরবে কাজ করছেন, আমাদের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের অস্তিত্বকেই তারা যেন স্বীকার করতে চান না।

এক সময় বিভিন্ন বয়সের চার-পাঁচ জন সান্তাল নরনারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। আমরা এটা ওটা জিজ্ঞেস করি। কিন্তু তারা কেউ মুখ খুলতে চান না। কৌতুকপূর্ণ কথা বলি। তাতে কিছুটা কাজ হয়। দু'একটি কথা বলতে শুরু করেন কেউ কেউ। এক বৃদ্ধা বিরক্তিমাখা মুখে যা বললেন তার অর্থ হলো তারা ঢাকা থেকে আসা মানুষদের আর বিশ্বাস করেন না। ঢাকার মানুষেরা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাদের কাছে উন্মুক্ত খনির কথা গোপন রেখে জরিপ করেছে। এখন তারা শুনছেন তাদের এই ক্ষেত-খামার ছেড়ে চলে যেতে হবে। এতে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ।

কারা এই ঢাকার মানুষ? কোম্পানির মানুষ? এরা মূলত বাংলাদেশের সঙ্গে কয়লা তোলা ও তার ব্যবসার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্রিটিশ কোম্পানি এশিয়া এনার্জির লোক। এরা অনেকে বিদেশী সাহেব। অনেকে বাংলাদেশী সাহেব। এরা পরিবেশবাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এরা এশিয়া এনার্জির পরামর্শক। সান্তালরা ধরেই নিয়েছে আমরা এশিয়া এনার্জির লোক। তাই তারা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে তাদের মাটি থেকে!

কিন্তু আমরা নাছোরবান্দা। সান্তালদের কথা শোনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তাদেরই একজন বড় বুকচি গ্রামের রীনা টুডু (৪৫)। তার চাষের জমি ২০ বিঘার মতো এবং বসতভিটা ও ধানের জমি আরও পাঁচ বিঘার মতো। এ জমিই তার জীবন-জীবিকার একমাত্র উৎস। 'আমরা দরকার হলে এখানেই মরব কিন্তু জমি ছাড়ব না। আমরা এখানে এমন খনি চাই না যা আমাদের উচ্ছেদ করবে,' সাফ কথা রীনা টুডুর। তিনি তার নিজের জমিতেই কাজ করছিলেন। তার মনের কষ্ট বুঝতে কষ্ট হয় না।

আবাদি জমি ছেড়ে এবার আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকি। কী সুন্দর গ্রাম। কিন্তু সান্তালদের মুখগুলো সব ভীষণ বেজার। রাস্তার ওপর দুই প্রবীণ ব্যক্তি বসে আছেন। তাদের মধ্যে একজন পাউলুস

টুডু। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তার মুখে কোন কথা নেই। চোখে-মুখে হতাশা, বেদনা, আশঙ্কা। আমাদের দিকে তাকাতেই বুঝি আমরা বিশ্বাসযোগ্য নই। তার বাড়ির ভেতরটা দেখতে চাই। তিনি আমাদের নিয়ে যান ভেতরে। তার আকুতি, 'আমরা এখান থেকে কোথাও যাব না।'
আমরা আরও কিছুক্ষণ ঘুরি সান্তাল গ্রামে। সবার মুখে বিষাদের ছায়া। বড় বুকচি গ্রামের পাশেই ছোট বুকচি। যাই সেখানে। একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকি। এক সান্তাল নারী রান্না চাপিয়েছেন উঠোনের উনুনে। স্বভাবসুলভ সান্তালি আতিথেয়তা না জানালেও আমাদের বসার জায়গা করে দেন। আমরা জানতে চাই খনির ব্যাপারে। ভীষণ হতাশ তিনি। তিনি কোনভাবেই নিজের নাম আমাদের বললেন না। কারণ আমরা ঢাকার মানুষ এবং আমাদের প্রতি তার বিশ্বাস নেই। তার অভিযোগ, 'ঢাকার মানুষেরা আমাদের ছবি তুলেছে এবং চলে গেছে। এখন শুনতে পাই খনির জন্য আমাদের চলে যেতে হবে ভিটেমাটি, জমিজমা ছেড়ে। আমরা তো ঢাকার মানুষকে আর বিশ্বাস করি না।'
বড় বুকচি ও ছোট বুকচি গ্রামে শ'খানেক সান্তাল পরিবার বাস করে। খনির পক্ষ নেয়ায় এবং অন্য কিছু সমস্যার কারণে একটি পরিবার বিতাড়িত হয়েছে ছোট বুকচি গ্রাম থেকে। এ দুই গ্রামের মানুষের অভিযোগ চালাকি করে তাদের ঘরবাড়ি, জমিজমা ও গরুছাগলের হিসাব নিতে গিয়ে ঠিকমত কিছুই হয়নি।
সন্ধ্যা নামে। আমরা সান্তাল গ্রাম পেছনে ফেলে রওনা হই ফুলবাড়ী থানা শহরের দিকে। অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পাই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে হাজার ফুট গর্ত, কয়লা খনি। কত কিছু ঘটবে এখানে। ধরিত্রীর বুক চিড়ে এখানে ঘটবে কত অত্যাচার, কাঁদবে কত মানুষ!
দিনাজপুর জেলায় চারটি উপজেলার (ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নওয়াবগঞ্জ এবং পার্বতীপুর) সাতটি ইউনিয়নের শতাধিক গ্রাম, ফুলবাড়ী থানা সদরের একাংশ এবং হাজার হাজার একরের ফসলি জমি নিয়ে খনি এলাকা। ব্রিটিশ কোম্পানি এশিয়া এনার্জি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কয়লা অনুসন্ধান ও খনি উন্নয়নের জন্য। কোম্পানির কয়লা তোলার এ মহাকর্মযজ্ঞ 'ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প' নামে পরিচিত। কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৪ সাল থেকে উন্মুক্ত টেন্ডারে সাড়া দিয়ে ফুলবাড়ীতে কয়লা অনুসন্ধানের কাজ শুরু। তখন চুক্তি হয়েছিল অস্ট্রেলীয় কোম্পানি বিপিএইচ-এর সঙ্গে। পরে ১৯৯৮ সালে এশীয় এনার্জির কাছে হস্তান্তর হয় এ চুক্তি। সেই থেকে এশীয় এনার্জি কাজ করছে এবং বর্তমানে শত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা কয়লার মজুদ নির্ধারণ করেছে এবং সরকারের কাছে কয়লা তোলার ব্যাপারে বিস্তারিত পরিকল্পনা জমা দিয়েছে।
কোম্পানির হিসাব মতে কয়লাখনির আয়তন ৫ হাজার ৯শ' হেক্টর বা ৫৯ বর্গকিলোমিটার। এ বিশাল এলাকার যে অংশ ফুলবাড়ী পৌরসভার মধ্যে পড়েছে সেখানে আছে বিস্তর পাকা ঘরবাড়ি, বাজার, স্কুল, কলেজ, পাকা সড়ক, রেলপথ ইত্যাদি। শহর এলাকা ছেড়ে বের হলেই ছাড়া ছাড়া গ্রামের মাঝে বিস্তীর্ণ ফসলের জমি। মাঝে মধ্যে টুকরো টুকরো বনবাগান। চোখ জুড়ানো নিসর্গের গভীরে ২৭ কোটি বছরের পুরনো যে কয়লা সম্পদ সঞ্চিত হয়ে আছে তার ওপর এখন কয়লা ব্যবসায়ীদের শ্যেন দৃষ্টি।
এশিয়া এনার্জির হিসাব মতে এখানে কয়লার মজুদ ৫৭২ মিলিয়ন টন। বর্তমান খনি এলাকার দক্ষিণে ড্রিলিং হলে আরও কয়লার খোঁজ পাওয়া যাবে বলে এশিয়া এনার্জির বিশ্বাস।

ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প ঃ কিছু মৌলিক বিষয়

প্রকল্প উদ্যোক্তা ঃ [লন্ডনভিত্তিক] এশিয়া এনার্জি করপোরেশন (বাংলাদেশ)। প্রধান খনিজ

সম্পদ ঃ বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা (উচ্চ তাপমাত্রা সম্পন্ন)--তাপীয় (থার্মাল) ও ধাতব (মেটালারজিক্যাল)। বাড়তি প্রাপ্তি ঃ চিনামাটি, গ্লাস-এর কাঁচামাল [বালু], নুড়ি, পানি ও কাদা। কয়লার মজুদ ঃ ৫৭২ মিলিয়ন টন (বর্তমান খনির দক্ষিণে আরও কয়লা আছে)। বার্ষিক উৎপাদন ঃ ১৫ মিলিয়ন টন। কয়লার ব্যবহার ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, ইস্পাত কারখানায়, অন্যান্য শিল্প কারখানায়, ও ইটের ভাটায়। রপ্তানি/স্থানীয় ব্যবহার ঃ কয়লার বেশির ভাগ রপ্তানি হবে এবং দেশের মধ্যেও এর ব্যবহার হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রধানত খুলনা এবং আকরাম পয়েন্ট দিয়ে কয়লা রপ্তানি হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৩০ বছরের বেশি। প্রকল্পের সময় সূচি ঃ পানি নিষ্কাশন ২০০৬ সালে, ভৌত খনি উন্নয়ন ২০০৭ সালে এবং প্রথম কয়লা উত্তোলন ২০০৮ সালে। প্রকল্প এলাকা ঃ দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন এবং ফুলবাড়ী পৌরসভার পূর্বদিকের একাংশ। খনি এলাকায় পড়বে বেশ কিছু আদিবাসী গ্রামসহ একশ'র অধিক গ্রাম। খনির জন্য প্রয়োজনীয় জমি ঃ ৫,৯০০ হেক্টর বা ৫৯ বর্গকিলোমিটার। সূত্রঃ এশিয়া এনার্জি

এশিয়া এনার্জি নিরলসভাবে ঢাকাবাসী ও দেশবাসীকে বোঝাচ্ছে কয়লাখনি হলে বাংলাদেশের অনেক লাভ হবে। কয়লার লাভক্ষতি নিয়ে এশিয়া এনার্জিকে একটি জরিপ করে দিয়েছে এশিয়া এনার্জির নিয়োগ করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জিএইচডি। ওই জরিপের সূত্র ধরে এশিয়া এনার্জির দাবি খনির ৩০ বছরের মেয়াদকালে বাংলাদেশ ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বর্তমান ডলারের বাজার মূল্যে যার পরিমাণ একশো সাতচল্লিশ হাজার কোটি টাকা) সমপরিমাণ সুফল পাবে। এর থেকে সরাসরি সুফল পাওয়া যাবে ৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রত্যক্ষ বা গুণক ফল হিসাবে পাওয়া যাবে আরও ১৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। খনি এবং তার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিবছর বাংলাদেশের জিডিপিতে এক শতাংশ অবদান রাখবে।

এশিয়া এনার্জির এ হিসাব কতটা নির্ভরযোগ্য? এর জবাবে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ 'সংবাদ'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'খনি প্রকল্পের এ মূল্যায়ন এক ধরনের জালিয়াতি। এশিয়া এনার্জির বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশে আর্থিক লাভের পরিমাণ অনেক বেশি দেখানো হয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ দেখানোই হয়নি। এশিয়া এনার্জি নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে তা চাপা দিতে এটি এশিয়া এনার্জির এক ধরনের জালিয়াতি।' উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশে এ পদ্ধতির প্রয়োগ হলে লাভ কী হবে এবং মানুষ ও পরিবেশের কী ক্ষতি হবে তা নিয়ে হাজারও প্রশ্ন জনমনে। এই লাভ-ক্ষতি নিয়ে খনি এলাকায় উত্তেজনা চরমে। জাতীয় পর্যায়ে কিছু আলোচনা চলছে কয়লানীতি, এশিয়া এনার্জির সঙ্গে চুক্তি এবং লাভক্ষতি নিয়ে।

সরকার ও বিরোধীদল অর্থাৎ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো খনির পক্ষে। খনি এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষের জন্য এটি খারাপ খবর। এলাকাবাসী অনেকে অভিযোগ করছেন যে দেশের অন্যান্য এলাকার মানুষ তাদের মনোকষ্টের কথা বুঝতে পারছে না এবং উন্মুক্ত খনি হলে এলাকার ভয়াবহ চিত্র তারা কল্পনা করতে পারছে না। এশিয়া এনার্জি ক্ষতির কথা বলছে না এমন নয়। তবে তাদের ক্ষতির হিসাব নিয়ে অনেক প্রশ্ন ও বিতর্ক। বিতর্কের প্রথম বড় জায়গা কত মানুষ উচ্ছেদ হবে তা নিয়ে। কোম্পানি বলছে খনির প্রয়োজনে উচ্ছেদ হবে শ'খানেক গ্রামের ৪০ হাজার মানুষ।

উচ্ছেদের মধ্যে পড়বে ফুলবাড়ী শহরের পুবের একটি অংশ। কোম্পানির এ হিসাব এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কোম্পানির দেয়া সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে। 'আমাদের হিসাব মতে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এক থেকে দেড় লাখ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুই থেকে আড়াই লাখ মানুষ,' বললেন ফুলবাড়ী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, থানা বিএনপির সভাপতি এবং ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির নেতা মো. খুরশিদ আলম মতি। তার ক্ষোভের শেষ নেই। 'আমরা শুনেছিলাম এখানে কয়লা আছে। তবে আমাদের বসতভিটা, স্কুল, কলেজ এবং নানা স্থাপনা ধ্বংস করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি হবে তা জানিয়ে এশিয়া এনার্জির লোকজন আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেনি। আমরা উন্মুক্ত খনি চাই না। দলমত নির্বিশেষ সবাই আমরা উন্মুক্ত খনির বিপক্ষে,' জানালেন অধ্যক্ষ মতি। 'আমাদের আন্দোলন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আমরা যাব না।'

শত গ্রাম, হাজার হাজার মানুষ, তাদের ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করে, হাজার হাজার একরের ফসলি জমি নষ্ট করে উন্মুক্ত খনির কথা চিন্তা করেই এলাকাবাসী আঁৎকে ওঠেন। ফুলবাড়ী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক নিমা বণিকের কথাতে এলাকাবাসীর মনোকষ্টের প্রতিফলন দেখা যায়। 'বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে অন্য যেখানেই রাখা হোক না কেন আমরা তো আমাদের ঐতিহ্য, সামাজিক বন, ব্যবসা সব হারাবো। আমাদের যে ক্ষতি হবে তা কোনভাবেই পূরণ হবে না। আমরা এশিয়া এনার্জির হিসাব বিশ্বাস করি না। কোম্পানির হিসাব মনগড়া,' বললেন নিমা বণিক।

তাদের এ অভিযোগ এবং আশঙ্কার কথা নাকচ করে দিয়ে এশিয়া এনার্জির জেনারেল ম্যানেজার (এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটি) এম. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'আমরা সব সময় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি করার কথা বলেছি। ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত পদ্ধতি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।' তার দাবি, 'ফুলবাড়ী শহরের পূর্বাংশের অধিকাংশ এলাকা খনির বাইরে রাখতে আমরা কয়লা উত্তোলন পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছি। এর ফলে আমরা ২০ মিলিয়ন টন কয়লা কম উত্তোলন করব। ক্ষতির পরিমাণ কমাতেই এ ব্যবস্থা।'

কোম্পানির কথামত ক্ষতি যা হবে তা পুষিয়ে দেয়া হবে এবং প্রকল্প এলাকার মানুষের অবস্থা আগের থেকে আরও ভাল হবে। এলাকাবাসী যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের অধিকাংশ একথা বিশ্বাস করেন না। তাদের সাফ কথা 'আমরা উন্মুক্ত খনি চাই না।' তাদের দাবির সমর্থনে প্রতি শনিবার ফুলবাড়ীতে অনেকদিন ধরে মিছিল মিটিং আয়োজন করছে ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি।

জাতীয় স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতি প্রসঙ্গে এশিয়া এনার্জির যুক্তি হলো খনির জন্য বাংলাদেশের জন্য কোন ঝুঁকি নেই। নেই কোন বিনিয়োগ চিন্তা। কোম্পানির হিসাবে বাংলাদেশ খনি থেকে অর্জিত মুনাফার প্রায় অর্ধেক পাবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৬ শতাংশ রয়ালটি, ৪৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে পড়বে দেশের জন্য নতুন শক্তির উৎস, রপ্তানি করার জন্য নতুন পণ্য, নতুন নতুন শিল্প, কর্মসংস্থানের সুযোগ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, নতুন রেলপথ এবং বন্দর স্থাপনা। কোম্পানির হিসাব প্রত্যাখ্যান করে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, 'যে কোম্পানি কয়লা তুলবে লাভ-ক্ষতি নিয়ে তার হিসাব নির্ভরযোগ্য নয়; নির্ভরযোগ্য নয় পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাচাই (ইআইএ ও এসআইএ) প্রতিবেদন। ক্ষতির কথা কোম্পানি স্বীকার করছে, তবে তা চাপা পড়ে যাচ্ছে বাগাড়ম্বরের মধ্যে।' তার আশঙ্কা, 'কয়লা বাংলাদেশের মাটিতে কিন্তু এর মালিক হয়ে যাবে বাইরের কোম্পানি। বাংলাদেশ যা পাবে এবং যা হারাবে তার সঠিক হিসাব করার কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশকে তারই দেশের কয়লা কিনতে হবে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে, কোম্পানির কাছ থেকে।'

লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্ষেত্রে আমরা কতগুলো ব্যাপারে বিশেষ কিছুই শুনতে পাই না। যেমন, যে কয়লা নিয়ে এত টানাপড়েন তা অত্যন্ত উন্নতমানের। কোম্পানির দেয়া তথ্য অনুসারে ২৭ কোটি বছরের পুরনো এ কয়লার সিংহভাগ রপ্তানি হবে। এ কয়লার পরিমাণ বিপুল এবং এর ২৫ শতাংশ স্টিল উৎপাদনের কাঁচামাল যার মূল্য টনপ্রতি অন্য কয়লা থেকে অনেক বেশি। কয়লার বাজারমূল্য, যারা ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে শেয়ারবাজারে তাদের অবস্থা এসব ব্যাপারেও আমরা একেবারে অকারে। এ নিয়ে আমাদের নিজস্ব মূল্যায়ন নেই। কয়লার পাশাপাশি আরও কিছু মূল্যবান উপাদান পাওয়া যাবে খনি থেকে। যেমন, গ্লাস তৈরি কাঁচামাল হিসেবে বালু, চিনামাটি, নুড়ি, কাদা এবং পানি। এসবের মালিকও তো কোম্পানি। এগুলো থেকে আয় হবে। এসব থেকে যে সুবিধা বাংলাদেশের পাওয়ার কথা তা নিয়ে তেমন কোন আলোচনা শোনা যায় না।

পরিবেশ প্রতিক্রিয়া

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে এর পরিবেশ প্রতিক্রিয়া বড় উদ্বেগের ব্যাপার। এ পদ্ধতিতে খনি করতে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হলো খনি এলাকাকে পানিশূন্য করতে হবে যাতে খনিগর্ভ পানিতে ডুবে না যায়। কাজটি মোটেও সহজ নয়। এজন্য খনির চারদিকে বিশাল বিশাল সব পাম্প মেশিন বসাতে হবে। এসব পাম্পের মাধ্যমে যতদিন খনি থাকবে ততদিন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা মাটির গভীর থেকে পানি তুলতে হবে। অর্থাৎ খনির গভীরে প্রবেশের আগেই পানি তুলে ফেলতে হবে। এর প্রতিক্রিয়া হবে। এমনিতেই বরেন্দ্র এলাকায় পানির সমস্যা আছে। শুষ্ক মৌসুমে নলকূপে পানি ওঠে না। খনির প্রয়োজনে বিশাল এলাকা পানিশূন্য করার ফলে সাধারণ ও গভীর নলকূপ দিয়ে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাবে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এ অবস্থায় কৃষকের কী হবে। এশিয়া এনার্জির সমাধান হলো মাটির গভীর থেকে তুলে আনা পানি বণ্টন করা হবে কৃষকের মাঝে। এখানে প্রশ্ন পানির বণ্টন ব্যবস্থা ন্যায্য হবে তো? এ ব্যাপারে বাংলাদেশের কোন প্রাক-ধারণা না থাকায় আশঙ্কামুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। উত্তরবঙ্গে মরুকরণ প্রক্রিয়া ঠেকাতে বহুবছর ধরে গাছ লাগানোসহ নানা প্রচেষ্টা চলছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। মরুকরণ প্রক্রিয়া আবারও যদি ত্বরান্বিত হয়, তবে ওপর থেকে পানি ঢেলে তা ঠেকানো যাবে কি না সে ব্যাপারেও প্রশ্ন রয়েছে।

উন্মুক্ত খনি মানেই খনি এলাকার নিসর্গের সম্পূর্ণ বিনাশ। কয়লা পর্যন্ত পৌঁছতে কোথাও কোথাও প্রায় হাজার ফুট গর্ত করতে হবে। ফুলবাড়ী খনিতে যে কয়লা পাওয়া গেছে তার পুরুত্ব গড়ে ৩৮ মিটার বলে জানিয়েছেন এশিয়া এনার্জির এক কর্মকর্তা। কয়লা তোলার পর তাহলে আমরা পাচ্ছি হাজার ফুট গর্ত। প্রথম যে এলাকার মাটি সরিয়ে ফেলা হবে কয়লা তোলার পর সে গর্ত ভরা হবে এবং পাশে তৈরি হবে নতুন গর্ত। মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করার পরই তা আর ব্যবহারোপযোগী হচ্ছে না। কোম্পানির কথামত মাটির টপসয়েল বা উপরিতল আলাদা করে সংরক্ষণ করে তা পরে ভরাট করা জায়গার ওপর ছড়িয়ে দিলেও কবে নাগাদ এলাকাটি আবার চাষের উপযোগী হবে তা বলা মুশকিল। উন্নত দেশে যেভাবে যত্নের সঙ্গে খনির গর্ত ভরাট করা হয় বাংলাদেশে তেমনি হবে তো? কারণ বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের অপপ্রয়োগ খুব স্বাভাবিক। খনির খোঁড়াখুঁড়ির শেষ পর্বে অর্থাৎ এর মেয়াদ শেষে একটি অংশ বিশাল গর্তই থেকে যাবে। এশিয়া এনার্জি বলছে এটি পূর্ণ হবে স্বাদু পানিতে যেখান থেকে মানুষজন পানি পাবে। সেখানে মাছ চাষ করা যাবে এবং বিনোদনেরও ব্যবস্থা করা যাবে। তিরিশ বছর বা তারও অধিককাল ধরে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে তরল যেসব দূষণের মিশ্রণ ঘটবে তা যে সহজে স্বাদু পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এমন আশা করা যে ঠিক নয় সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন খনি বিশেষজ্ঞরা।

পরিবেশগত অন্য যেসব দূষণ সৃষ্টি হবে সেসব মোকাবেলা করাও কঠিন চ্যালেঞ্জ। খনির ভেতরে চলবে ডিনামাইট বিস্ফোরণ, কয়লা ভাঙার জন্য। খনির ভেতরে-বাইরে বসবে নানা যন্ত্রপাতি।

চলবে বিশাল বিশাল ট্রাক, কয়লার ট্রেন। এসব থেকে যে শব্দদূষণ হবে তার কিছু কুফল তো আছেই। বায়ুদূষণ ঘটবে কয়লার ধুলা-ময়লা থেকে। বাংলায় একটা কথাই আছে 'কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না'। অর্থাৎ কয়লা ধোয়ার প্রক্রিয়ায় যে বিপুল পরিমাণ দূষিত পানির সৃষ্টি হবে তা একশ' ভাগ শুদ্ধ করা হবে তো? যদি না হয় তবে তা আশপাশের মাছসহ নানা প্রাণ সংহার করে চলবে। মাটির ওলোটপালট যেভাবে হবে তাতে তো মাইক্রো-অর্গানিজম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য বায়ুদূষণ যে ঘটবে (স্বল্পমেয়াদে) তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ডস (ভিওসি), মার্কারি, সিসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক এসব বায়ুদূষণকারী উপাদান থেকে মাটি, জলাশয়, জীবজগৎ, উদ্ভিদ সবই দূষণের শিকার হবে। এসব দূষণ দূর করা নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ। এশিয়া এনার্জি আশা করছে এসব দূষণ সহনীয় মাত্রায় রাখা যাবে। তবে অনেকে তা মনে করেন না। কেউ কেউ বলেন এসব দূষণ খনি এলাকার জন্য এক সময় নরক যন্ত্রণা হিসেবে দেখা দেবে। এসব দূষণ দূর করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে যেসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার হবে তা কোম্পানি পুরোপুরি নেবে না বলেই অনেকের আশঙ্কা।

কয়লার পরিবহন আরেকটি বড় উদ্বেগের কারণ। বাজারজাতকরণের জন্য দিনাজপুর থেকে কয়লা নিয়ে যাওয়া হবে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে গভীর সমুদ্রবন্দরে। এর জন্য তৈরি হবে নতুন রেলপথ এবং সমুদ্রবন্দর। এর ফলে কর্মসংস্থান ও আয় হবে বটে তবে তা পরিবেশের জন্যও নতুন ভাবনা সৃষ্টি করবে। মংলা বন্দরের কারণে এরই মধ্যে সুন্দরবনের মধ্যে শব্দদূষণ ও পানিদূষণ সেখানকার জীবজগৎ এবং গাছপালার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে আসছে। কয়লা পরিবহনের জন্য ৩০ বছর বা তারও অধিককাল ধরে যে বাড়তি নৌযান চলাচল করবে তা সুন্দরবনে দূষণমাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাচাই সম্পন্ন হয়েছে এবং তা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর পাসও করে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন এশিয়া এনার্জির কর্মকর্তারা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় কোম্পানি, বাংলাদেশের কয়েকটি পরিবেশ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের কাজ করে দিয়েছে। আঠারো মাস ধরে ৩০০ পরামর্শক একাজটি সম্পন্ন করে দু'হাজার ছয়শ' পৃষ্ঠার রিপোর্ট তৈরি করেছেন। আরও অনেক ধরনের রিপোর্টই তৈরি হচ্ছে। এসবই হয়েছে এশিয়া এনার্জির অর্থে এবং ইচ্ছায়। এখানেই অনেকের প্রশ্ন, যে এশিয়া এনার্জি কয়লা তুলবে তারই ইচ্ছায় ও অর্থে যে পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাচাই হয়েছে তা কতটা নিরপেক্ষ ও সঠিক হয়েছে। এশিয়া এনার্জির দাবি পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক শান্তি রক্ষায় যা যা করা দরকার তার সবই করবে কোম্পানি।

শেষ কথা

ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে এত প্রশ্ন, এত আশঙ্কার অন্যতম কারণ হলো উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন যা বাংলাদেশে আগে কখনও ঘটেনি। তাছাড়া প্রকল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের কোন কোম্পানি বা বিনিয়োগ জড়িত নেই। সবই হবে এশিয়া এনার্জির হেফাজতে। এ কোম্পানির কর্মকর্তারা যা বলবেন তাই আমাদের সত্য বলে ধরে নিতে হবে এমন একটি মনোভাব আমরা তাদের মাঝে দেখি। তাদের তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ খতিয়ে দেখার জন্য যে চেষ্টা থাকা দরকার তা আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে।

ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষ ও তাদের সমর্থকরা কঠিন অবস্থান নিলেও তারা যে কয়লা তোলার বিরোধী তা কিন্তু নয়। তাদের সবার কথা হলো আমরা আমাদের কয়লার মালিকানা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ভাগ্য তো বিদেশী কোম্পানি ও স্বার্থের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। কয়লা যদি তুলতেই হয় তো আমরা অপেক্ষা করি না আরও কিছুকাল। এর মধ্যে প্রযুক্তি আয়ত্ত

করি। তৈরি করি আমাদের খনি ইঞ্জিনিয়ার ও বিষেশজ্ঞ। 'আমরা আমাদের প্রযুক্তিতে যদি মাইনিং করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা মত দিতে পারবো,' বললেন ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির নেতা মো. খুরশিদ আলম মতি।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের কথাও তাই। 'আমাদের কয়লা দরকার আমাদের জ্বালানির নিরাপত্তার জন্য। এ কয়লার সমস্ত দায়িত্ব আমরা বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দিতে পারি না। ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পে যে বিনিয়োগ হচ্ছে তাতে আমাদের খুব একটা উপকার হবে না,' বলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ। 'যে কয়লা ২৭ কোটি বছর মাটির নিচে পড়ে রয়েছে তা আরও দশ-কুড়ি বছর থাক না। আমরা নিজেরা তোলার চেষ্টা করি। তাতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা হবে।'

এলাকাবাসী এবং দেশীয় অনেকের মতামত নাকচ করে দিয়ে এশিয়া এনার্জির দাবি বাংলাদেশ যতদিনে নিজে কয়লা তোলার প্রযুক্তি অর্জন ও পুঁজি জোগাড় করতে পারবে ততদিনে হয়তো আর এ জীবাশ্ম-নির্ভর শক্তির উৎসের কোন প্রয়োজনই হবে না। কাজেই কয়লা তোলার এখনই মোক্ষম সময়। আমাদের সরকারও যদি সেটিই মনে করে তবে কীসের বিনিময়ে আমরা কয়লার মুনাফা গুনব তা খুব ভালভাবে ক্ষতিয়ে দেখা জরুরি। এ ব্যাপারে খনি এলাকার মানুষের স্বার্থ ও মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার।

[Phillip Gyen is an indigenous Bangaldeshi Santhal and main organizer of the Society for Environment and Human Development, Bangladesh. He recently organized the urban festival National Museum through his Society]